ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২২ ● কলকাতা ● ০৭ মাঘ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২২ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অমিতাভ প্রসঙ্গ উঠতেই কেন কেঁদে ফেললেন রেখা? পৃঃ ৫

নেইমারের দলবদল নিয়ে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে পুলিশের তল্লাশি পৃঃ ৬

মমতার মিছিলে থাকবেন

সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সদস্যরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গেরুয়া শিবিরকে বড় ধাক্কা দিয়ে আগামিকাল অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিনেই বাংলার মাটিতে কলকাতার বুকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংহতি মিছিলে সামিল হওয়ার কথা জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট।এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, আগামিকাল মিছিল শুরুর আগে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেবেন তৃণমূলনেত্রী। এরপর হাজরা মোড় থেকে তিনি মিছিলে অংশ নেবেন। তাঁকে সামনে রেখেই মিছিল এরপর এগিয়ে যাবে পার্ক সার্কাসের দিকে। পথে বালিগঞ্জের কাছে গুরুদ্বার ও পরে চার্চ ও মন্দিরেও শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশজুড়েই কার্যত গেরুয়া আবেগ। বাংলাতেও সেই আবেগ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাসিন্দারা যাচ্ছেন অযোধ্যায়। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চান তাঁরাও। পাড়ায় পাড়ায় আচমকাই পুজো পাঠের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। রামমন্দির আবেগ আছড়ে পড়েছে বাংলাতেও। যদিও তাতে যে গেরুয়া শিবিরের বিশেষ কিছু লাভ হবে এমনটা মনে করছেন না রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানিয়েছেন, 'মন্দিরের উদ্বোধনকারীদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। তবে

এরপর ৩ পাতায়

মোদির উত্তরসূরি কে?

অযোধ্যায় রামস্তুতির মধ্যেই জল্পনা বিজেপির অন্দরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও লোকসভা ভোটের আবহে বাংলার কথা ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী। বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বার্তা দিয়ে নজরুল ইসলামের গান এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন তিনি। সোশাল মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাঙালি গায়িকা পায়েল করের গাওয়া 'মন জপ নাম' গানটি শেয়ার করেছেন।মোদির তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও রামনগরী অযোধ্যাও যোগীর ছবিতে ছয়লাপ। ব্যানার, কাটআউটে কোনওটিতে দাদা-ভাই জুটি হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। কোনওটিতে স্থান পেয়েছে একজনেরই মুখ। সাধু-সন্ত-সাধারণ পুণ্যার্থীরা না এলে বোঝার উপায় থাকত না রামমন্দিরের উদ্বোধন নাকি নির্বাচন, অযোধ্যার ভোল বদলের আসল উদ্দেশ্য কী! গেরুয়া শিবিরের একাংশ মনে করছে, অমিত শাহ-সহ গেরুয়া শিবিরের নেতাদের বার্তা দিতেই যোগীর এই কৌশল। তবে দলের অভ্যন্তরে ভিন্ন মতও আছে। অনেকেরই মত, অমিত শাহ মোদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁকে হাত ধরে দিল্লি নিয়ে এসেছেন মোদিই। এছাড়াও শাহ সংঘ পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেখানে সংঘে বিরোধিতা দিয়েই যোগীর উত্থান। ফলে সংঘ পরিবার কতখানি তাঁর পাশে দাঁড়াবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই গানের রচয়িতা। সেই গান শেয়ার

এরপর ৩ পাতায়

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন আজ

রাজ্যে 'ছুটি'র ভাবনা নেই নবান্নের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধনের আজ দিন অর্থাত, ২২ জানুয়ারি সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'ছুটি' ঘোষণা করুক। এই দাবি তুলে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন সম্প্রতি। ওই চিঠি পাওয়ার পর কোনও প্রতিক্রিয়াই জানাননি মমতা। নবান্ন সূত্রে খবর, আপাতত ওই দিন পূর্ণ বা অর্ধ দিবস ছুটি দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই রাজ্যের।মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, সিকিম, পুদুচেরি এবং গোয়ার সরকার ইতিমধ্যেই ওই দিন ছুটির কথা ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ওই দিন অর্ধদিবস ছুটি দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবারই ওই ছুটির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্র। সেখানে বলা হয়, ২২ জানুয়ারি সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যও রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করেছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তীসগঢ়, অসম, হরিয়ানাতে ওই দিন মদের দোকান বন্ধ থাকছে। বিজেপিশাসিত আর এক রাজ্য গোয়াতেও সমস্ত স্কুল এবং সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। শুক্রবার মহারাষ্ট্র সরকারের তরফেও ২২ জানুয়ারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ

এরপর ৩ পাতায়

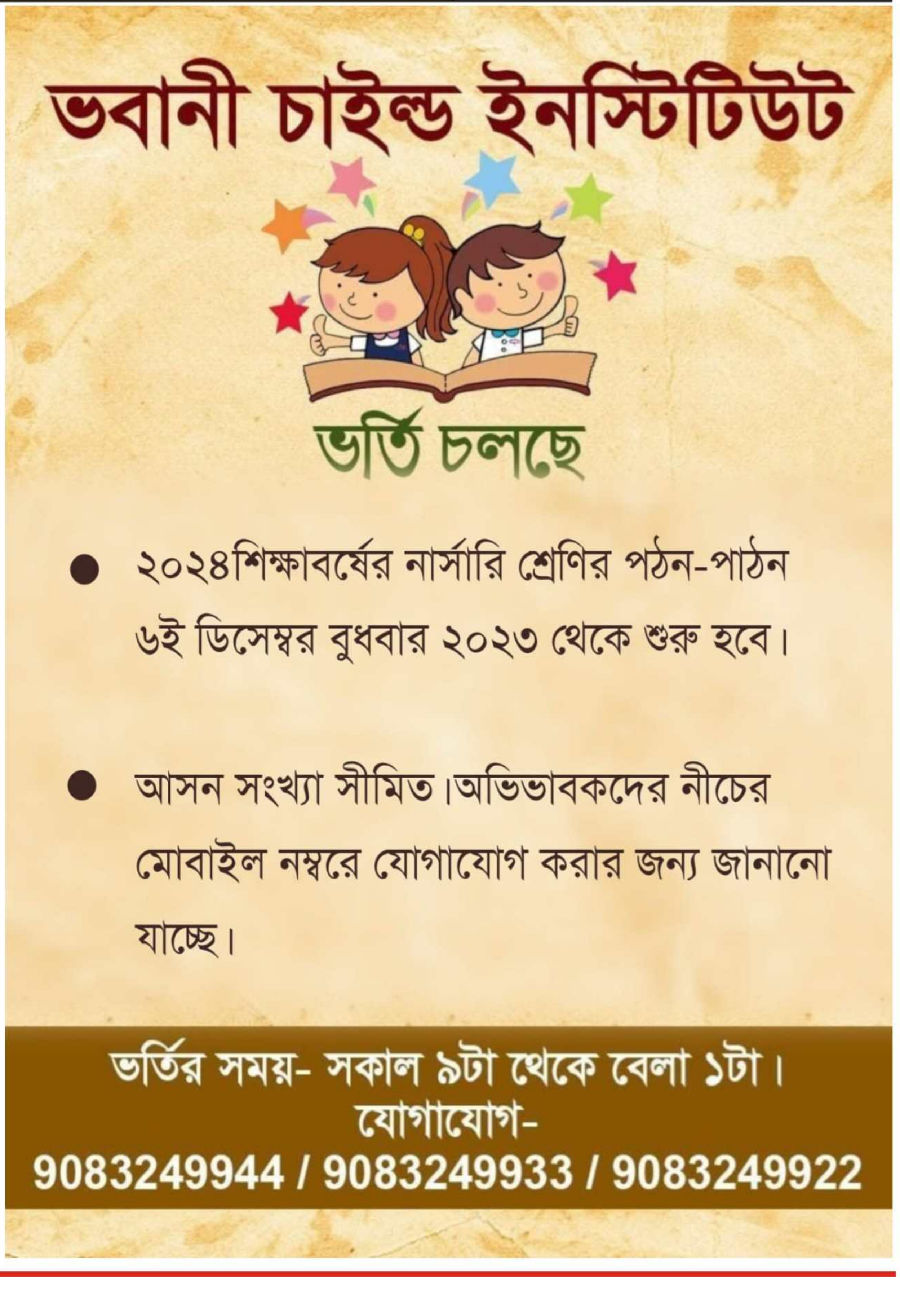

চীনের রেডার ধ্বংস করতে

কোন ক্লাসের মিসাইল ব্যবহার করবে ভারতবর্ষ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চীন-ভারত সংঘর্ষের পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে ভারত। বিশেষ করে যুদ্ধবিমান ক্রয় এবং তার অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা ক্ষেত্রে। কারন লাদাখে চীনকে শায়েস্তা করতে ভারতের বায়ুসেনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।রাফালের সাথে একাধিক ভয়ংকর মিসাইল ক্রয় করেছে। ভারতীয় রাফালের সাথে থাকছে হ্যামার। হ্যামার হল একটি এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল, যা শত্রুর বাঙ্কারের ভেতরে ঢুকে ধংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ৬০-৭০ কিমি রেঞ্জের এই মিসাইল কিছুদিন আগে ফ্রান্স ব্যবহার করেছিল ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের ওপর। শুধু তাই নয় শত্রুপক্ষের রেডারকে ধ্বংস করে রীতিমতো দাদাগিরি করেছে এই মিসাইল। এবার সেই মিসাইল আসছে ভারতের হাতে।

সেই কথা মাথায় রেখে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ক্রয় করছে ভারত।

'জয় শ্রীরাম' শুনেই মেজাজ হারালেন রাহুল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মেজাজ হারালেন রাহুল গান্ধী । এমনকী বাস থেকে নেমে সমবেত জনতার উদ্দেশে রাগতভাবে বার্তা দিতেও দেখা গেল কংগ্রেস সাংসদকে। রবিবার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীনই রেগে উঠতে দেখা যায় রাহুলকে। গোটা ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়।সেই শুনেই বাস থেকে নেমে জনতার দিকে এগিয়ে যান রাহুল। বেশ রাগত ভঙ্গিতেই সকলের সঙ্গে কথাও বলতে শুরু করেন। এই ভিডিও প্রকাশ করে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দুই পক্ষকেই তোপ দেগেছে বিজেপি । গেরুয়া শিবিরের মতে, কয়েকদিন আগেই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। তার পরে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে রেগে যাচেছন রাহুল। এমন হিন্দুবিরোধী মানসিকতা নিয়ে কীভাবে দেশের মানুষের সামনে দাঁড়াবে কংগ্রেস? উল্লেখ্য, রামমন্দিরের উদ্বোধনকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান আখ্যা দিয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে হাত শিবির।ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে জনসংযোগ শুরু করেছেন রাহুল। রবিবার বিজেপিশাসিত অসমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেখানেই অভিযোগ ওঠে, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তার পরেই বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাসের মধ্যে বসে রয়েছেন রাহুল। সেই বাসকে ঘিরে ক্রমাগত জয় শ্রীরাম স্লোগান দিচ্ছেন সমবেত জনতা। মোদির নামেও ধ্বনি তোলেন তাঁরা।

পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হল

আমিরুল ইসলাম, রতুয়া, মালদা : নিউজ সারাদিন : রতুয়া ২নং ব্লকের আড়াইডাঙ্গাই ডিবিএম একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হল।সেইবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া দুই নং ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা, পুকুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী সহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র কুমার রায় এ প্রসঙ্গে জানান, পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রথমে একটি পদযাত্রা গোটা এলাকা পরিক্রমা করে। তারপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রদীপ পরিচালন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরনো এবং নতুন শিক্ষক-শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রী সকলের মধ্যে মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে । এ ধরনের অনুষ্ঠান সকল প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা মিলেমিশে থাকুক সে বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র কুমার রায়।

সাজার মেয়াদ শেষের পরেও

বাংলাদেশের জেলে বন্দি ১৫০ ভারতীয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাজা থেকে মুক্তি পেলেও এখন জেল বন্দি রয়েছেন ভারতীয়রা। জানা গিয়েছে, সাজা মুক্তির পরেও ১৫৭জন বিদেশী রয়েছেন বাংলাদেশের কারাগারে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন রয়েছেন ভারতীয় এবং পাঁচজন মায়ানমার , একজন পাকিস্তান এবং নেপালের নাগরিক। এই ১৫৭জন বন্দির মধ্যে রয়েছেন ১৯জন নারী। উচ্চ আদালতের রায়দানের পরও তারা এখনও জেলবন্দি রয়েছেন।গত ১১ই জানুয়ারি বাংলাদেশের হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিভূতি তরফদার। এছাড়াও সাজা ভোগ গোবিন্দ উড়িয়াসহ সাজাপ্রাপ্ত বিদেশি কারাবন্দিদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা কে চ্যালেঞ্জ করা হয় রিটে। এরপরেই কারা মহাপরিদর্শককে আদালত নির্দেশ দেয় আগামী ১০ মার্চ মধ্যে সাজার মেয়াদ শেষের পরে যারা জেলবন্দি রয়েছেন সেই তালিকা প্রকাশ করতে। তবে কবে তারা মুক্তি পাবেন তা এখনও জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল দিয়ে অনুপ্রবেশের দায়ে ২০২২ সালের ১৯ জানুয়ারিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর থানার বাসিন্দা গোবিন্দ উড়িয়াকে আটক করে সামরিক বাহিনী। তারপর আদালত রায়দান করেন গোবিন্দ উড়িয়াকে ২ মাস ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। সেই সময়সীমা পার হওয়ার পরে আদালত জানায়, গোবিন্দ উড়িয়া তাঁর সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও চারদিন জেলবন্দি রয়েছেন। তাই তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরানোর জন্য মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জেল সুপারকে নির্দেশ দেয় । তবে সেই নির্দেশের পর এখনও

সঙ্ঘের মনপসন্দ বাংলাই গড়ে চলেছেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য করসেবকরা যখন অযোধ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৩১ বছর আগে তখন কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে সেনা নামিয়ে মসজিদ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সেকথা কানে তোলেননি। ৬ ডিসেম্বর ধ্বংস হয় বাবরি মসজিদ। অনুকূলচন্দ্রের সতসঙ্গ আশ্রমের জন্য বিনা খরচে ৫ একর জমি দিয়েছি। তিন কোটি টাকা দিয়ে ওঙ্কারনাথ তোরণ তৈরি করে দিয়েছি। তারাপীঠ মন্দিরের জন্য খরচ করেছি, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করে দিয়েছি, কালীঘাটেও করা হবে।' মোদী-যোগীর সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় বিজেপি'র থেকে বেশি খুশি আর কে হবে? ভারতের সংবিধান যেভাবে নাগরিক অধিকারকে সরকারের ইচ্ছানিরপেক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে, মমতা ব্যানার্জি সেটা মানেন না। নাগরিকদের প্রাপ্যকে তিনি দাক্ষিণ্য হিসাবে দেখিয়ে নাগরিকদের কেবল 'ভোট' হিসাবে দেখেন। একদিকে তিনি বিজেপি'র রাজনীতি রূপায়ণ করছেন, অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা তাঁকেই 'ভোট' দিতে বাধ্য বলে মনে করেন।

এরপর ৩ পাতায়

যারা সত্যি সত্যিই হিন্দুর বাচ্চা,

তাঁরা রামের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সংহতি মিছিলে হাঁটবে না,- দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : রবিবার সাতসকালেই 'রেলশহর' খড়্গাপুরের বোগদার চা-চক্র থেকে ফের বিস্ফোরক হলেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের সংহতি মিছিল কে নিশানা করে এদিন তিনি কটাক্ষ করে বলেন,এই সংহতির নামে পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে! আমি তো বলেছি, কোন হিন্দু সে যদি সত্যি সত্যি হিন্দুর বাচ্চা হয়ে থাকে, তারা তৃণমূলের এই সংহতি মিছিলে যাবে না; এই মিছিলে হাঁটবে কিছু জেহাদি, রোহিঙ্গা আর তৃণমূলের আমলে করে-কর্মে খাওয়া উচ্ছিষ্টভোগী লোকজন! এদিন বিজেপি সাংসদ বিরোধীদের কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "দেশভাগের পর থেকে এরকম অনেক সংহতি মিছিল হয়েছে, কোন সংহতি হয়নি! উল্টে দাঙ্গা

এরপর ৩ পাতায়

রামলালার সঙ্গে কালনাতেই

প্রতিষ্ঠা হবে ১৪ ফুটের রাম

পূর্ব বর্ধমান: নিউজ সারাদিন : সোমবার অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কালনাতেই প্রতিষ্ঠা করা হবে ১৪ ফুটের ভগবান রামচন্দ্রের মূর্তি। আপাতত এই মূর্তির শেষপর্বের প্রস্তুতি চলছে।

কালনার আরএমসি মার্কেট সংলগ্ন একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে রামের এই মূর্তি। এদিকে রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে কালনা থানা এলাকার শ্রীরামপুর আশ্রমপাড়া থেকে রবিবার দুপুরে একটি মিছিল বের হয়েছিল। আগামীকাল

এরপর ৩ পাতায়

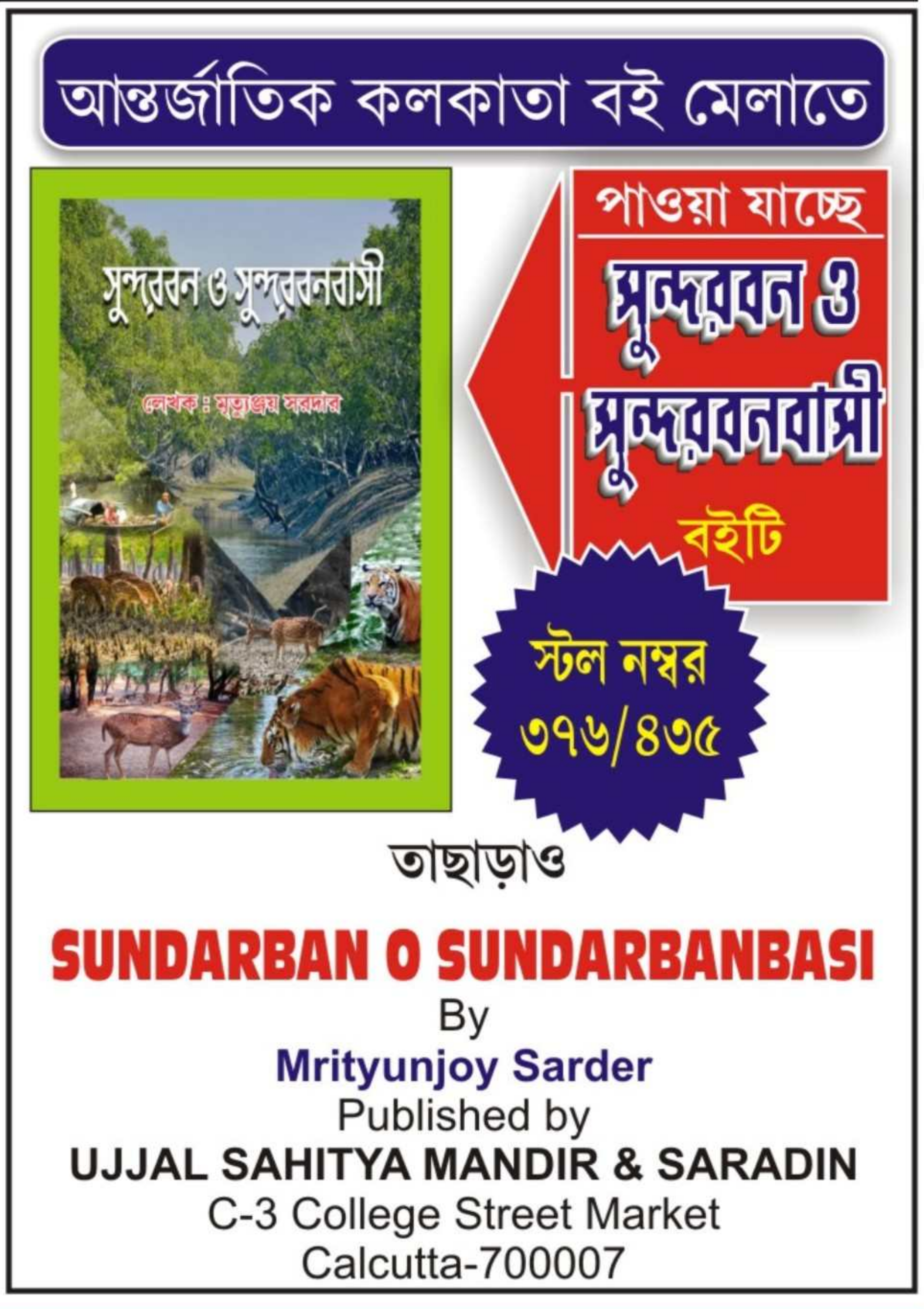

১-ম পাতার পর

মোদির উত্তরসূরি কে?

অযোধ্যায় রামস্তুতির মধ্যেই জল্পনা বিজেপির অন্দরে

করে তিনি লিখেছেন, 'শ্রীরামের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে।'
এদিকে, রামমন্দির উদ্বোধনের আবহেই মোদির উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। 'বুলডোজার বাবা' যোগী আদিত্যনাথ নাকি দলের চাণক্য অমিত শাহ। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগেই গেরুয়া শিবিরে চলছে জল্পনা। তিনি যে অমিত শাহর থেকে কোনও অংশে কম যান না, গত কয়েক মাস অযোধ্যায় রাতদিন এক করে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই বার্তা গেরুয়া শিবিরের শীর্ষকর্তাদের পৌঁছে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একের পর এক রাজ্যে দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার ভূমিকায় সফল। স্বভাবতই মোদি পরবর্তী মুখ হিসাবে কাকে সামনে রাখা হবে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সংঘ পরিবারে। তবে সংঘের এক কর্তা জানান, তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকেও সামনে আনার চিন্তাভাবনাও রয়েছে। অযোধ্যায় কয়েক হাত অন্তর প্রধানমন্ত্রী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, রামজন্মভূমিতে তাঁরা যেন ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন। প্রতীকী অর্থে তা যে শতভাগ সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মন্দির উদ্বোধনের পরই লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে পড়ার কথা তাঁদের। বারাণসীর পর মোদি এবার রামকে হাতিয়ার করে রামজন্মভূমির 'সেবা' করতে চান। তাই অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন। বিজেপির অন্দরে এমন সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

১-ম পাতার পর

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন আজ রাজ্যে 'ছুটি'র ভাবনা নেই নবান্নের

ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিও ২২ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'সরকারি সংস্থাগুলি (প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি) ওই দিন বন্ধ থাকবে। ওই দিন কোনও লেনদেন হবে না।' রামমন্দির উদ্বোধনের দিন বন্ধ থাকবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জও। প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো 'ছুটি' নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নেবেন না মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার একই ইঙ্গিত পাওয়া গেল কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি)-এর মন্তব্যে। তিনি বলেন, "দেশের কোথাও না কোথাও প্রতি দিন মন্দির, মসজিদ, গির্জার উদ্বোধন হচ্ছে। এর অর্থ কি সেই সব দিনগুলিতে ছুটি দিতে হবে?" ফিরহাদ আরও বলেন, "যাঁরা মন্দির উদ্বোধন করছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই। মন্দির বা কোনও কিছু নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা নেই।" রামমন্দির উদ্বোধনের দিন দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছেন মমতা। কলকাতার কর্মসূচি 'সংহতি মিছিল'-এ তিনি নিজে থাকবেন। সেই মিছিল হাজরা থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে পার্ক সার্কাস ময়দানে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মিছিল ছাড়াও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতে মিছিলের ফাঁকে ফাঁকেই আরও কিছু কর্মকাণ্ড করবেন মমতা।

১-ম পাতার পর

মমতার মিছিলে থাকবেন সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সদস্যরা

মন্দির নিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই ধরনের উন্মাদনা নেই। দেশের কোথাও না কোথাও প্রতি দিন মন্দির, মসজিদ, গির্জার উদ্বোধন হচ্ছে।'তপন কুমার মিশ্র যিনি ট্রাস্টের সম্পাদক, তিনি জানিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের ২৩টি জেলার সমস্ত ব্লকেই ভূদেবমন্ডলী অর্থাৎ জেলা সংগঠনের সদস্যরাও সংহতি মিছিলে অংশ নেবেন। কারণ বাংলায় ধর্মান্ধতার কোনও জায়গা নেই।' সন্দেহ নেই ট্রাস্টের এই সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের কাছে একটা বড় ধাক্কা। অসমাপ্ত অর্ধনির্মিত মন্দিরে গায়ের জোরে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে যেভাবে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং যেভাবে গোটা ঘটনাটি রাজনৈতিক ভাবে গেরুয়া শিবিরের তরফে ভোট ইস্যু করে তোলা হয়েছে, তাতে খুবই ক্ষিপ্ত দেশের ৪ শঙ্করাচার্য। ক্ষুব্ধ নাগা সাধুরাও। এবার সেই তালিকায় যোগ হল বাংলার সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টও।

হিন্দুমহাসভার সীতারাম মন্দিরের থিম সঙ্গীতের প্রথম ডিভিডি তুলে দেওয়া হলো উস্তাদ রশিদ খানের পরিবারের হাতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সদ্য প্রয়াত উস্তাদ রশিদ খানের ছেলে আরমান খানের হাতে সীতারাম মন্দিরের থিম সঙ্গীতের প্রথম ডিভিডি তুলে দিল অখিলভারত হিন্দুমহাসভা। রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে সীতারাম মন্দির স্থাপন করার যে কর্মসূচী নিয়েছে মহাসভা সেই ঐতিহাসিক কর্মসূচীর থিম সঙ্গীত হিসেবে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" গানটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হিন্দু মহাসভা মূল গানটির কথা বা শব্দমালা অর্থাৎ শ্রী লক্ষণ আচার্য্য বা মতান্তরে রাম সাধক তুলসিদাস প্রকৃতপক্ষে যে গানটি লিখেছেন সেই শব্দমালা অপরিবর্তিত রাখছে। হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় বাবুর বক্তব্য সনাতনী ভারতবর্ষ তখন থেকেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে আসছে যখন পৃথিবীতে অন্য কোনো মজহবের সৃষ্টি হয়নি। আমরা বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি "বসুধৈব কুটম্বকম"। সেটা প্রমাণ করার জন্য রামধুনের শব্দমালা পরিবর্তন করা অর্থহীন। তাই তাঁরা মূল গানটির শব্দচয়ন অপরিবর্তিত রাখছেন। হিন্দু মহাসভার থিমসংটি গাইলেন এবং কোঅর্ডিনেট করলেন স্বয়ং রাজ্যসভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী, রাজ্য কমিটি সদস্যা অনামিকা দে এবং দেবশ্রী কাঞ্জিলাল। এছাড়াও গানটিতে হিন্দু মহাসভার শিল্পী হিসেবে গাইলেন সুপর্ণ ভৌমিক, পারমিতা রায়, রঞ্জিতা মুখার্জী, দেবস্মিত ঘোষ, সুকৃতা করণ, রাহুল বোস, আর্শিয়া আদিত্য এবং তুষা মাইতি। সম্পূর্ণ থিমসংটি রেকর্ড করা হয় টালিগঞ্জের ম্যাজিক স্টুডিওতে মিউজিক অ্যারেঞ্জর ম্যাক-মল্লারের তত্ত্বাবধানে। হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধি হিসেবে চন্দ্রচূড় গোস্বামী, অনামিকা দে এবং জিতেন গোস্বামী ২১সে জানুয়ারী সকালে থিম সঙ্গীতের র ফাইলের ডিভিডি, মিষ্টি ও পুষ্পার্ঘ্য উস্তাদ রশিদ খানের বাড়িতে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আরমানের হাতে তুলে দিলেন এবং রশিদ খানের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। রশিদজির সুযোগ্য পুত্র আরমান খান চন্দ্রচূড় বাবুকে ভাই এবং বন্ধু হিসেবে সাদরে বরণ করে নেন। হিন্দু মহাসভার সদস্যরাও ২২সে জানুয়ারী পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে সংকল্প পূজার পর প্রথম রিলিজ হওয়া ডিভিডির কপি রশিদ পুত্র আরমান খানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর সংগীতশিল্পীর পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে সীতারাম মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংকল্প পূজার আয়োজন করতে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে রওনা হলো অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সদস্যরা।

২ পাতার পর

রামলালার সঙ্গে কালনাতেই প্রতিষ্ঠা হবে ১৪ ফুটের রাম

সোমবার শ্রীরামপুর আশ্রমপাড়া দুর্গা মণ্ডপের সামনে ১৪ মণ কাঠ দিয়ে হোম যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে চলবে এই হোম। রবিবার সন্ধে থেকে রামগানের অনুষ্ঠান চলছে এলাকায়।
উদ্যোক্তা পলাশ মল্লিক, রঞ্জিত গাজী বলেন, " রবিবার সকালে শ্রীরামপুর আশ্রমপাড়া থেকে হাটগাছা খাগড়াকুর কুশডাঙা হয়ে প্রায় কয়েক কিলোমিটার মিছিল হয়েছে। ১৪ মণ কাঠ দিয়ে হোম যজ্ঞের পাশাপাশি ২ হাজার মানুষের জন্য ভোগ প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।"মাস দেড়েক আগে কালনারই এক যুবক সমীর দাস, শিল্পী জগত মণ্ডলকে মূর্তি তৈরির জন্য বরাত দেন। চড়কতলায় রয়েছে জগতবাবুর আস্তানা। সেখানেই বেশ কয়েকজন সহ শিল্পীকে নিয়ে তিনি রামমূর্তির কাজ শুরু করেন।
শিল্পীর কথায়, ১৪ বছর রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন। তাই এই রামমূর্তি উচ্চতা ১৪ ফুট রেখেছেন তাঁরা। আগামীকাল অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কালনার আরএমসি মার্কেটের কাছে তাঁর হাতেই গড়া রামমূর্তিরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।
মূল উদ্যোক্তা সমীর দাস বলেন," আমি রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। আর তাই যখন শুনতে পাই, ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, তখনই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। প্রথমে দিকে কাউকে পাশে পাইনি। পরে বহু মানুষ আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। আগামীকাল এই মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।"

২ পাতার পর

সঙ্ঘের মনপসন্দ বাংলাই গড়ে চলেছেন মমতা

এরজন্যই গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে তিনি 'সংখ্যালঘু তোষণ'র অভিযোগ সম্পর্কে সেই কুখ্যাত মন্তব্যটি করেছিলেন, 'যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও খাবো।' এমন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষায় সোচ্চার হবেন কী করে!এর দু'দিন আগে ৪ ডিসেম্বর কলকাতায় শহীদ মিনারে বামফ্রন্টের সমাবেশে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, "রামের নামে মানুষ খুন চলতে পারে না। সাধুসন্তরা ধ্যান করুন, উপাসনা করুন, অসুবিধা নেই, কিন্তু দেশ চালাবেন এটা হতে পারে না। বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য দুষ্কৃতীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, তা যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে।"
ঠিক সেইদিনই কলকাতার অন্যপ্রান্তে সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন মমতা ব্যানার্জি, তখন যুব কংগ্রেসের নেত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি সেদিন অযোধ্যা নিয়ে সতর্কতামূলক একটি কথাও বলেননি। বরং বলেছিলেন, 'সিপিএম ক্যাডার নামিয়ে এসব উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, ওসব কিছু হবে না।'
বাবরি মসজিদ ভাঙার কয়েকবছর পরে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন মমতা ব্যানার্জি, সঙ্গী করেন বিজেপি'কে। তখন বিজেপি'কে বলেছিলেন, 'ন্যাচারাল অ্যালি'। ২০০৩ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিত আর এসএসএ'র মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র 'কমিউনিস্ট টেররিজম' নামে সংকলন প্রকাশ অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'কিমউনিস্টেদর বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ে আমরা আছি। যদি আপনারা আমায় ১ শতাংশ সাহায্য কেরন, আমরা কিমউনিস্টদের সরাতে পারেবা...আপনারাই হলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।' বিজপি'র ততকালীন রাজ্যসভা সাংসদ বলবীর পুঞ্জ প্রত্যুত্তরে বেলছিলেন, 'আমাদের প্রিয় মমতাদিদ সাক্ষাত দুর্গা'। গুজরাট গণহত্যার পরেও সেই সম্পর্ক বহাল। তৃণমূলেরই প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসু তাঁর 'অ্যান আউটসাইডার ইন পলিটিক্স'এ লিখেছেন, 'গুজরাট দাঙ্গা আমার সামনে এক ব্যক্তিগত সঙ্কট তৈরি করে দেয়...কিন্তু আমার দলে আমি ছিলাম একা। এই প্রশ্নে মমতার দু'মুখো আচরণে আমি হতাশ ছিলাম...ওকে সবাই ধর্মনিরপেক্ষ ও মুসলিম দরদি বলেই জানত। কিন্তু গুজরাট সঙ্কটের তাতপর্য ও কেন বুঝতে পারছিল না বা বুঝতে চাইছিল না, তা আমার কাছে ছিল রহস্য।'
রহস্য অনাবৃত হয়ে গিয়েছে তৃণমূল সরকারের আচরণে। দু'দশক ধরে বাংলার বুকে বিজেপি'র পথ প্রশস্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই রূপায়িত করছেন তিনি। সরকারের কর্মসূচিতে জনকল্যাণ, প্রশাসনিক দায়িত্ব, উন্নয়ন গুরুত্ব হারিয়েছে। বিজেপি'র এজেন্ডা'ই এখন তৃণমূল সরকারের তালিকায় অগ্রাধিকারে। ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা,দুর্গাপুজোয় অনুদান এখন সরকারি কোষাগার থেকে হচ্ছে। ধর্ম আর সরকারকে মিলেমিশে একাকার করে দেওয়ার এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বাংলায় চাইছে বিজেপি।
দেশের মধ্যে রেকর্ড সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকা জ্যোতি বসুকে কখনও মন্দির উদ্বোধন করতে হয়নি। শহীদ মিনার ময়দান বর্ষায় জলে ডুবে থাকায় বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমদের রেড রোডে নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, কিন্তু জ্যোতি বসুকে কখনো নামাজ পাঠে হাজির হতে হয়নি। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক চেয়ারকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমান উঁচু জগন্নাথ মন্দির দীঘায় করতে সরকারি তরফে উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। সরকারি অনুষ্ঠান থেকেই বলে বেড়াচ্ছেন, ৬ মাসের মধ্যে দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। একইভাবে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম মোয়াজ্জেমদের ডেকে ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন গত আগস্ট মাসে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার বেহাল দশা ঘোচাতে কোনও পদক্ষেপ নেননি, ওয়াকফ সম্পত্তির চুরি ঠেকাতেও নয়। ২৮ ডিসেম্বর দেগঙ্গায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, '৪০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছি তীর্থস্থানগুলির জন্য। অনুকূলচন্দ্রের সতসঙ্গ আশ্রমের জন্য বিনা খরচে ৫ একর জমি দিয়েছি। তিন কোটি টাকা দিয়ে ওঙ্কারনাথ তোরণ তৈরি করে দিয়েছি। তারাপীঠ মন্দিরের জন্য খরচ করেছি, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করে দিয়েছি, কালীঘাটেও করা হবে।' মোদী-যোগীর সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় বিজেপি'র থেকে বেশি খুশি আর কে হবে?
ভারতের সংবিধান যেভাবে নাগরিক অধিকারকে সরকারের ইচ্ছানিরপেক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে, মমতা ব্যানার্জি সেটা মানেন না। নাগরিকদের প্রাপ্যকে তিনি দাক্ষিণ্য হিসাবে দেখিয়ে নাগরিকদের কেবল 'ভোট' হিসাবে দেখেন। একদিকে তিনি বিজেপি'র রাজনীতি রূপায়ণ করছেন, অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা তাঁকেই 'ভোট' দিতে বাধ্য বলে মনে করেন। এরজন্যই গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে তিনি 'সংখ্যালঘু তোষণ'র অভিযোগ সম্পর্কে সেই কুখ্যাত মন্তব্যটি করেছিলেন, 'যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও খাবো।' এমন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষায় সোচ্চার হবেন কী করে!

২ পাতার পর

যারা সত্যি সত্যিই হিন্দুর বাচ্চা, তাঁরা রামের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সংহতি মিছিলে হাঁটবে না,- দিলীপ

বাঁধানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফের তারা রাস্তায় নেমেছেন। আর এবার একেবারে রামের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন! হিন্দু সমাজ কোনমতেই এসব চালাকি বদমায়েশি আর সহ্য করবে না।"
এরপরেই তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায় সনাতনী জাগরণ সংঘের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য রওনা দেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০২২ সংখ্যা ২২ জানুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ০৭ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রামলালা অযোধ্যায় ফিরতেই উচ্ছ্বাস

মহাকাব্যের মন্দজন বলেই তো পরিচিত রাবণ। রামের শত্রু তিনি। কিন্তু সেই রাবণের গ্রামেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দেখা গেল অন্য ছবি। রামজন্মভূমি অযোধ্যায় ফিরছেন রামলালা, এই ঘটনাকে স্বাগত জানালেন 'রাবণের গ্রাম'-এর অধিবাসীরা।এ কথা তো অজানা নয় যে, বহুত্বকে বরাবরই মান্যতা দিয়ে চলেছিল এ দেশ। যে দেশের মহাকাব্য রামের বীরগাথা, সে দেশেই যে রাবণেরও মন্দির থাকে, এ ঘটনা তো সেই বহুস্বরকেই স্বীকৃতি দেয়। রাম মন্দিরকে ঘিরে ভক্তির জোয়ার যেন সেই বহুত্বকে ভাসিয়ে না দেয়, সে কথাও বোধহয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে রাখা জরুরি।মহাকাব্যে যেমন একজন নায়ক থাকেন, তেমনই থাকেন এক প্রতিনায়কও।ঠিক যেমন রামায়ণে রামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাবণ। রাম যেমন মর্যাদাপুরুষোত্তম, অর্থাত সাধারণের তুলনায় তিনি অতি গুণবান, তেমনই লঙ্কেশ্বর রাবণও প্রবল, তিনিও পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত, সাধারণ মানুষের তুলনায় তিনি সবরকম ভাবেই অতিকায়। কিন্তু কখনও মুনিঋষিদের উত্যক্ত করা, কখনও আবার সীতাহরণ- এমন একাধিক দোষে তিনি হয়ে উঠেছেন খলনায়ক। শেষ পর্যন্ত সীতাহরণের দায়ে রামের হাতেই মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। রামের ভক্তদের কাছে রাবণ যেমন খলনায়ক হিসেবে ঘৃণিত, তেমনই রাবণবধের জন্য রামকেও দূরেই ঠেলে রাখেন রাবণের অনুরাগীরা। রাম-রাবণের যুদ্ধ আসলে অনার্য সাম্রাজ্যের প্রতি আর্যদের আগ্রাসন, এমন কথাও বলে থাকেন অনেকে। ঠিক তেমনটাই বিশ্বাস করেন বিসরাখ অঞ্চলের মানুষেরাও। গ্রেটার নয়ডার কাছেই রয়েছে বিসরাখ গ্রাম, যা চলতি কথায় 'রাবণের গ্রাম' বলেই পরিচিত। মনে করা হয়, এই স্থানই আসলে রাবণের জন্মভূমি। তাই সেখানকার মানুষ রাবণকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করেন। রাবণের এক বিশাল মন্দিরও রয়েছে এখানে। এখানে কোথাও দশেরা তিথিতে রাবণবধের উতসবও পালন করা হয় না। বরং রাবণের মৃত্যুর কথা মনে করে এখানকার মানুষজন শোক পালন করেন। অন্যদিকে, রামের পুজোর কোনও চলই ছিল না এই গ্রামে।

কিন্তু অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আবহে বদলে গেল সেই ছবিটিই। জানা গিয়েছে, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় যেমন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে, ঠিক সেদিনই এই গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে রামদরবার। সেখানে থাকবে রাম সীতা লক্ষণ ও হনুমানের মূর্তি। প্রতিষ্ঠার আচার পালন করবেন ১১ জন পুরোহিত। সঙ্গে ভজন গেয়ে গ্রাম পরিক্রমা করবে এক শোভাযাত্রা। রাবণের পুরনো মূর্তিটিও অবশ্য থাকবে, তবে তিনি আর পুজো পাবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে গ্রামবাসীদের একাংশের।

বিজেপি বিরোধী এই সরকার 'রাম পুজো' নিষিদ্ধ করেছে!

রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে বিস্ফোরক নির্মলা সীতারমন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: তামিলনাড়ু সরকার সোমবার অযোধ্যা রাম মন্দিরের সরাসরি সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেছে। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পাশাপাশি তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, হিন্দু ধর্মীয় ও চ্যারিটেবল এন্ডাওমেন্টসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রী রামের নামে কোনও পুজো পাঠ প্রসাদ না করতে। ধনুশকোডির শ্রী কোথান্দারাম স্বামী মন্দিরে পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কোথান্দারাম নামের অর্থ ধনুকের সঙ্গে রাম। এখানে বিশ্বাস করা হয় রাবণের ভাই বিভীষণ এখানে প্রথমে ভগবান রামের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, পুলিশ মন্দিরগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠিত কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে বিরত করছে। তাঁর অভিযোগ পুলিশ সংগঠকদেরও হুমকি দিয়েছে, তারা প্যান্ডেল ছিঁড়ে ফেলবে। তিনি এই কাজকে হিন্দু বিরোধী বলে বর্ণনা করে, তীব্র নিন্দা করেছেন।

তামিলনাড়ুতে ভগবান রামের দুশোর বেশি মন্দির রয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত মন্দিরগুলিতে রামের কোনও পুজো কিংবা ভজনের অনুমতি নেই। এমন কী মন্দিরে প্রসাদ ও অন্নদান বিলিরও অনুমতি নেই। নির্মলা সীতারমনের অভিযোগ, পুলিশ ওইসব মন্দিরগুলিকে অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আরও উল্লেখ করেছেন, অযোধ্যার অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচারের ওপরে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, তামিলনাড়ু সরকারের এই দাবি বিভ্রান্তিমূলক। কেননা অযোধ্যার রায়ের দিন থেকে কোনও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা ছিল না। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী যেদিন রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, সেদিও কোনও সমস্যা ছিল না।

নির্মলা সীতারমনের এই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন তামিলনাড়ুর ধর্মীয় মন্ত্রী শেখর বাবু। তিনি দাবি করেছেন, সালেমে অনুষ্ঠিত ডিএমকের যুব সম্মেলনকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পিত গুজব ছড়ানো হচ্ছে। সরকারের তরফে তামিলনাড়ুর কোনও মন্দিরে রামের নামে পুজো করতে কিংবা প্রসাদ বিতরণের ওপরে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। তিনি এব্যাপারে অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা বার্তা ছড়ানোর অভিযোগ করেছেন।

অন্যদিকে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামিলনাড়ুর ধনুশকোডির কাছে যেখানে রাম সেতু তৈরি হয়েছিল, সেই আরিচাল মুনাই পরিদর্শন করেন এবং অনুলোম বিলোম অনুশীলন করেন। কথিত রয়েছে ভগবান রাম ধনুশকোডি থেকে রাবণকে পরাজিত করার ব্রত নিয়েছিলেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

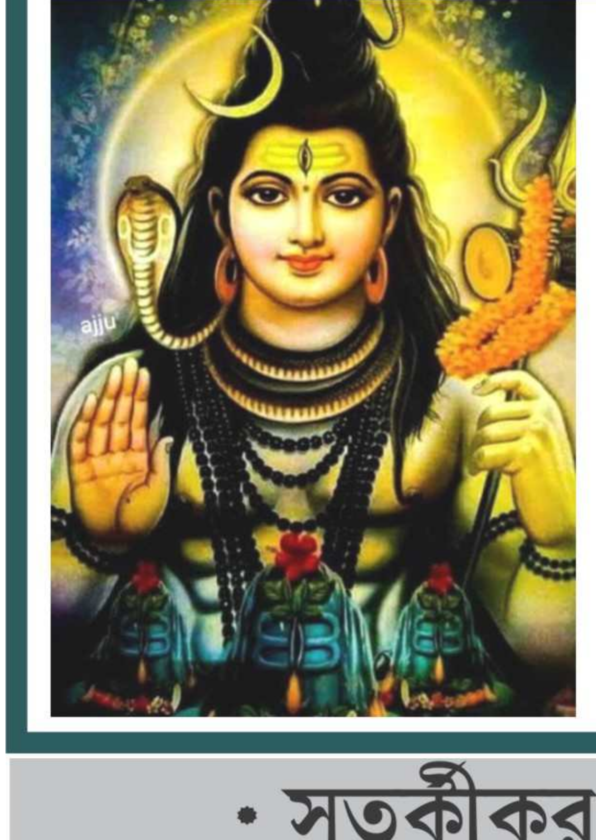

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার দেবে না সরকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

জীবনের মূল্য তো নেই পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মানুষের কাছে, যা ঘটার ঘটে যাক না কেন ,প্রশাসনের কাছে খবর থাকলেও কোন হেলদোল নেই। দু মাস আগে পুলিশ প্রশাসনকে,লিখিত জানিয়ে ছিল , তাকে দুর্ঘটনা মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। সত্যি সত্যিই গোপালনগর মোড়ে আলিপুর এর সম্পাদকের গাড়ি দুর্ঘটনায় কবলে পড়ল ঠিক দু মাস পরে, তারপরেও কেন্দ্র বাড়ার ছবি সরকার নিরাপত্তা দিতে রাজি নয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে। সম্পাদকের পরিবারের খুন যদি বা হয়, তাতে কোন সরকারের কিছু যায় আসে না। কেন্দ্র সরকারকেও বারবার জানিয়ে কোন সুরাও মেলে না, রাজ্য সরকার তো উদাসীন ভাবে রয়েছে। প্রশ্ন হল তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। এই পরিবারের কোন সদস্যর কিছু হয়ে গেলে তার দায় কে বা কারা নিবে। এসব চিন্তাভাবনা নেই পুলিশ প্রশাসনের। আদবি হচ্ছেটা কিভাবে বাংলাতে। তবে জানা দরকার মৃত্যুঞ্জয় সরদার একদিকে জাতীয় স্তরের বেশ কিছু সাংবাদিক সংগঠনের মাথা রাজ্যের, অন্যদিকে চলচ্চিত্র জগতে বেশ কিছু স্বল্প চিত্রের পরিচালক। এছাড়াও বর্তমানে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক, নিউজ সারাদিন নামে দৈনিক একটি পোর্টালের মালিক। বর্তমানে তার লেখা তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন পাবলিকেশন থেকে, এরপরেও লোকাল রাজনৈতিক নেতা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাধারণ ব্যক্তি সরদার পরিবারকে আখ্যা দিচ্ছে , এরপরেও সাধারণ জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতা হলে তারপর সে অসাধারণ হবে তেমনি ইঙ্গিত প্রশাসনের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলে প্রশাসন যদি সত্যিকারে কাজ করে তাহলে কে প্রকৃত নেতা, আর কে নেতা নয় মানুষ কি চাইছে আর কি চাইছে না- আর আমার লোকজন আছে সেটা আমি বাস্তবে দেখিয়ে দিতে , লোকাল পুলিশ প্রশাসন যেসব ব্যক্তিদের আইনগতভাবে আটকে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না তাদেরকে ঢুকতে দিক তাহলে প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কত জনসমর্থ আছে। আমাদেরকে কেউ সাপোর্ট করে না কেউ পিছনে নেই আমি একা এমনই কথা অনেকের মুখ থেকে শোনা যায়, তাহলে কুড়িটা বছর কিভাবে আমি লেখালেখি জগতের সাথে মেরুদন্ড সোজা করে রেখে আজকের দিন পর্যন্ত কাজ করে চলেছি। এক্ষুনি সত্যি কথাগুলো সবার সামনে নিয়ে আসলে আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হবে বিগত দিনে দেয়া হয়েছিল। তবে যেসব রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে আজ আমার পরিবারের নিরাপত্তা দিচ্ছে না পুলিশ, আগামী দিনে পুলিশ জানবে যে সত্যি কি হতে চলেছে। আমাকে খুন করবে আমি জানি ও আমার পরিবারের সমস্ত জমি জায়গা কেড়ে নেবে তার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে সেটাও জানি। তবুও বলছি উপরতলার কিছু পুলিশ কর্তার উপরে আমার ভরসা রয়েছে চিরকালই আশা করি তারা আমার এই কথাগুলি জানার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে আমাদের মতন লেখক সম্পাদককে সত্যিই রাজনীতিতে নামতে হয় তো আগামী দিনের এই ভয়ংকর ইতিহাসটা আরও ভয়ংকর জায়গায় চলে যাবে। আমি রাজনীতি করতে চাই না লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে থেকে পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে নিরাপত্তার দাবি তুলছি। তবে পুলিশ প্রশাসন এটা জানা দরকার বিভিন্ন কৌশলে খুন করে দিতে পারে বা মেরে দিয়ে আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালানোর পরিকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে।মৃত্যুঞ্জয় বাবু দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বলেই আজকে তার এই পরিণতি। এক প্রকার তাকে ঘর বন্দি থাকতেই হয়। আর তাকে মারার জন্য সুপারি দিয়েছে বড় চক্রের হাতে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের লোকজন। এদিকে পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না, সত্য কথা সহজে লেখার পরিনাম সম্পাদকের পরিণতি ভয়নক। তবে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কৌশল ভাবে মেরে দিলে সমাজের আরো ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছে অনেকেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার দাবি তুলেছে জাতীয় স্তরের সাংবাদিক সংগঠন ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েনের রাজ্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন নির্বাচিত হয়ে আছে ভারত বর্ষ তথা রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে। অথচ লোকাল প্রশাসন পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তেমনি ভাবে গুরুত্ব দেয় না বলে জানা যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা যদি না দেয়,তাহলে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সাংবাদিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামবে । পুলিশ প্রশাসনের আগে থেকেই কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর থাকার সত্ত্বেও কেনই বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না । প্রশাসনের একাংশ চাইছে মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যাক। কেনই বা তাকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে না এ প্রশ্ন উঠেছে ।এদিকে অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

অমিতাভ প্রসঙ্গ উঠতেই কেন কেঁদে ফেললেন রেখা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯৮১ সালে 'সিলসিলা'র পর থেকে আর একসঙ্গে দেখা যায়নি রেখা ও অমিতাভ বচ্চনকে। এবার সেই 'সিলসিলা'র প্রসঙ্গ আসতেই কেঁদে ফেললেন রেখা! কিন্তু কেন? এক রিয়ালিটি শোয়ে হাজির হয়েছিলেন রেখা। সেখানেই এক খুদে ভক্ত রেখার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সিলসিলা সিনেমার 'নীল আসমান' গানটি গাওয়ার অনুরোধ করে। রেখা তাকে মঞ্চে ডাকতেই সে জুড়ে দেয় গান। রেখাও গাইতে শুরু করেন সেই আইকনিক গান। এর মধ্যে কেঁদে ভাসালেন রেখা! ওই ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের প্রশ্ন, "তবে কি এত বছর পরেও ভালোবাসা আজও আছে বেঁচে?

নিজেদের প্রেমের কথা এ পর্যন্ত কখনো স্বীকার করেননি অমিতাভ। রেখা চুপ থাকলেও মন-প্রাণ খুলে সিমি গারেওয়ালের টক শোতে রেখা যা বলেছিলেন, তা চমকে দিয়েছিল সবাইকে। সিমি রেখাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি অমিতাভকে ভালোবাসেন কি না।

উত্তরে রেখা বলেছিলেন, এটা একটা বোকা প্রশ্ন। অবশ্যই ভালোবাসি। এখনও পর্যন্ত এমনও একজন মানুষকে পেলাম না যিনি মন থেকে, তীব্রভাবে মরিয়া হয়ে, আশাহীন হয়ে ওকে ভালো না বেসে থাকতে পারবেন। তাহলে আমি আলাদা কেন হব? কেন মানব না যে আমি ওকে ভালোবাসি না? হ্যাঁ বাসি, খুব ভালোবাসি। এই দুনিয়ার সব ভালোবাসা যোগ করে তাতে আরও কিছু ভালোবাসা যোগ করে দিন, যা দাঁড়ায় ততটাই ভালোবাসি ওকে। এই মন্তব্যের পর বলিউডে ঝড় উঠেছিল। তবে বচ্চন পরিবারের কেউই এই নিয়ে মুখ খোলেননি তখনও।

নতুন বছর তিন সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন শাহরুখ!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক ক্যালেন্ডারে পরপর তিনটি হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন বিগত বছরটা নিজের করে নিয়েছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। এবার শোনা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের শুরুটা সঞ্জয় লীলা বানসালির 'ইনশাআল্লাহ' সিনেমা দিয়ে করবেন শাহরুখ। ইতোমধ্যেই নাকি এই সিনেমার প্রি প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আগামী মে-জুন মাসে আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাহরুখের সঙ্গে সিনেমা প্রসঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরেছেন পরিচালক। তিনি নিজেও সিনেমাটি করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ২০২৩ সালে শাহরুখর 'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডাঙ্কি' দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ২৪ সালেও তিনটি সিনেমা মুক্তি দেবেন শাহরুখ। যদিও বর্তমানে পরিবারকে নিয়ে লন্ডনে অবকাশ যাপন করছেন শাহরুখ। সেখানেই বেশ কয়েকটি সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়েছেন তিনি। ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরেই তিনটি সিনেমা ফাইনাল করবেন এই অভিনেতা।

শ্রাবন্তীর 'সাদা রঙের পৃথিবী'র পোস্টার প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টালিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ও রাজর্ষি দে'র পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি। সম্প্রতি এ সিনেমার পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে।

সিনেমার পোস্টার প্রকাশ উপলক্ষে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবন্তীসহ সিনেমার সব কলাকুশলী। সিনেমাটি বিধবাদের জীবন কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। এতে শ্রাবন্তী কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন।

'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি মূলত ভারতে বিধবা পাচারের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। থ্রিলার ঘরানার গল্পের মাধ্যমে এক অভিনব উপায়ে ভারতের বিধবাদের জন্য নির্বাচিত আবাস কাশীকে উদযাপন করবে এ সিনেমা।

কলকাতার নন্দনে 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমার পোস্টার প্রকাশ হয়েছে। পোস্টার উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, শ্রী দেবাশীষ কুমার, শ্রীমতি সোহিনী শাস্ত্রী ও শ্রী অমিত আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে এদিন সকলেই সাদা পোশাকে হাজির হয়েছিলেন।

বিধবা পাচারের উপর ভিত্তি করে এই প্রথম ভারতে কোনো সিনেমা তৈরি হলো, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ভাষাতেও সিনেমা তৈরি হয়নি বলে নির্মাতা দাবি করেছেন।

এটি ভারতের বারাণসীর বিধবাদের বর্ণহীন জগতের কথা তুলে ধরবে। সেই সব মানুষদের কথা বলবে এ সিনেমা যাদের জীবন তাদের সাদা শাড়ির মতোই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই আদিম রীতির আড়ালে অপরাধী মাস্টারমাইন্ডদের ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, ছলনা করে যারা এই হতভাগ্য নারীদের শোষণ করতে উদ্যত হয়ে আছে।

আদর্শ টেলিমিডিয়া এবং অমিত আগরওয়াল নিবেদিত, সুশান্ত সেনগুপ্ত, শ্রাবণী পাল ও রাজর্ষি দের প্রযোজনা 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। এতে টালিউডের প্রথম সারির ১৯ জন তারকা অভিনয় করেছেন।

'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমার গল্পটি স্বামীহারা নারীদের দুর্দশা, তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ এবং তাদের একটি বিধি নিষেধমূলক জীবনধারায় আবদ্ধ করে এমন বহু পুরনো প্রথার গল্প তুলে ধরবে।

এ সিনেমায় শ্রাবন্তী ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন সৌরসেনী মৈত্র, অরিন্দম শীল, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, স্নেহা চট্টোপাধ্যয়া, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিচা শর্মা, সোহি গুহরায়, দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, ঐন্দিলা বসু, অরুনাভ দে রায়, ঈশান মজুমদার, মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যয়া ও অনুরাধা চৌধুরী। এর সংগীত পরিচালনা করেছেন আশু চক্রবর্তী। আসছে ফেব্রুয়ারি মাসে সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছ।

১০ বছর ধরে কার সঙ্গে প্রেম করছেন তাপসী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো দিন আলোচনা করেননি অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। তবে সম্প্রতি দীর্ঘ দিনের প্রেম প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন এই নায়িকা। ১০ বছর ধরে এক ব্যাডমিনটন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তাপসী। প্রথম বার প্রেম প্রসঙ্গে কথা বললেন তিনি।

তাপসী বলেন, গত ১০ বছর ধরে আমি একজন ব্যক্তির সঙ্গেই সম্পর্কে রয়েছি। ১৩ বছর আগে অভিনয় শুরু করেছিলাম। আমার সঙ্গে যখন মাথিয়াস বোয়ের আলাপ হয় সে বছরই আমি হিন্দি সিনেমায় প্রথম অভিনয় করি। তখন থেকে এক জনের সঙ্গেই সম্পর্কে রয়েছি। ওর থেকে আলাদা হওয়ার কোনও বাসনা নেই আমার। আমি খুব সুখে রয়েছি ওর সঙ্গে।

খেলাধুলোর সঙ্গে এমনিই যোগাযোগ রয়েছে তাপসীর। সম্প্রতি ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজের আত্মজীবনীমূলক সিনেমা 'সাবাস মিথু'তে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়াও 'রশ্মি রকেট' এবং 'সাঁড় কি আখ' জাতীয় খেলাধুলা সম্পর্কিত ছবিতে অভিনয় করেছেন।

অ্যালেনের সঙ্গে

'চুক্তি' ভঙ্গ করায় এমন শাস্তি পেলেন রউফ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খানিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখালেও তৃতীয় ম্যাচে এক ফিন অ্যালেনের কাছেই বিধ্বস্ত হয়েছে পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে ফিন অ্যালেন একাই করেছেন ১৩৭ রান। রেকর্ড গড়া ইনিংসে হাঁকিয়েছেন ১৬ ছয়। যা টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছয়ের রেকর্ড। তবে অ্যালেনের এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি নাস্তানাবুদ হয়েছেন পাকিস্তানের হারিস রউফ। পাকিস্তানের এই বোলারকে ৬টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন ফিন অ্যালেন। হারিস রউফকে এমন বেধরক পিটুনির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এই কিউই ব্যাটার। হারিস নাকি তার সঙ্গে করা চুক্তি ভেঙে ফেলেছেন। যার কারণেই এমন শাস্তি তার। রেকর্ড গড়া ইনিংসের পর এক সাক্ষাৎকারে নিজেদের মধ্যকার চুক্তির কথা জানান ফিন অ্যালেন, 'সিরিজের আগে আমরা একটা চুক্তি করেছিলাম। রউফ আমাকে কোনো বাউন্সার দেবে না, আমিও তার বলে মারব না। সে আমাকে বাম্পারস (বাউন্সার বল) দিয়েছে, তাই সব চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।'

ফিন অ্যালেন একেবারেই পাত্তা দেননি পাকিস্তানের হারিসকে। ১৫০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসা বলগুলোকে অনায়াসে সীমানাছাড়া করেছেন তিনি। অ্যালেনের বিপক্ষে ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে রউফ ছক্কা দেন ৩টি। ওই ওভারে মোট ২৮ রান দেন রউফ। এরপর ইনিংসের ১২তম ওভারে রউফের বলে আরও ৩টি ছক্কা মারেন তিনি। ওই ওভারে রান দেন ২৩।

মোহাম্মদ নবীর সঙ্গে কেন

বিবাদে জড়িয়েছিলেন রোহিত?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নাটকীয়তার শেষ নেই! যদিও এই ম্যাচের সব আলো কেড়ে নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। ১২১ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের পাশাপাশি সুপার ওভারেও দেখিয়েছেন নিজের কারিশমা। পাশাপাশি কখনো আম্পায়ার আবার কখনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথার লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি।

দুই সুপার ওভারের প্রথমটায় ঘটে ঘটনা। আফগানিস্তান দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে। ওভারের শেষ বলে মোহাম্মদ নবীকে বল করেছিলেন মুকেশ কুমার। ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক লাগাতে পারেননি নবী। কিন্তু, রান নেওয়ার জন্য দৌড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন নন স্ট্রাইকার এন্ডে থ্রো করেন। কিন্তু, বল নবীর পায়ে লেগে বাউন্ডারির দিকে চলে যায়।

এরপর এই আফগান ব্যাটার আরও একটি অতিরিক্ত রান নেন। এই ঘটনাতেই চটে যান ভারতের অধিনায়ক। তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। রোহিত শর্মা আফগান ব্যাটারকে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখাতে বলেন। কিন্তু, ওই অতিরিক্ত রান হাতছাড়া করেননি মোহাম্মদ নবী। এরপর আম্পায়ারের কাছেও অভিযোগ করেন রোহিত শর্মা। এরপর অবশ্য নিজে ব্যাট করতে নেমেও বিতর্কিত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এই ওপেনার। রোহিত শর্মা ওভারের তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে পরপর জোড়া ছক্কা হাঁকান। ভারতীয় ক্রিকেট দল ৫ বলে ১৫ রান করেই ফেলেছিল। জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল মাত্র ২ রান। কিন্তু, ঠিক সেইসময় রোহিত শর্মা নিজেকে রিটায়ার্ড হার্ট ঘোষণা করেন এবং মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এটারই সুবিধা পরে পেয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় সুপার ওভারেও নেমেছিলেন তিনি। যা নিয়েও চলেছে ব্যাপক বিতর্ক। যদিও নিজেকে রিটায়ার্ড নট আউট বলেননি রোহিত। যার ফলেই পেয়েছিলেন এমন সুবিধা।

নেইমারের দলবদল নিয়ে ফ্রান্সের

অর্থ মন্ত্রণালয়ে পুলিশের তল্লাশি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। দলবদলে অনিয়ম সন্দেহে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। দুর্নীতি দমন ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার এ তল্লাশি চালিয়েছে ফ্রান্সের পুলিশ।

এএফপির খবরে বলা হয়েছে, নেইমারের দলবদলে পিএসজি কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করেছে, এ সন্দেহের কারণে মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি করা হয়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর প্রশাসন বিভাগে এ তল্লাশি করা হয় যা অনেক বড় একটি তদন্তের অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। ফ্রান্সের অনুসন্ধানী অনলাইন সংবাদমাধ্যম মিডিয়াপার্ট এর আগে নিজেদের প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ২০১৭ সালে নেইমারের দলবদল নিয়ে পিএসজিকে করের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হয়। রয়টার্স এ বিষয়ে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিএসজিতে যোগাযোগ করে কোনো মন্তব্য পায়নি।

২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোয় ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। ফরাসি ক্লাবটিতে ছয় মৌসুম কাটানোর পথে বেশ কয়েকবার চোটে ভুগেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। পাঁচবার লিগ জেতার পথে ক্লাবটির হয়ে ১৭৩ ম্যাচে করেছেন ১১৮ গোল। গত বছর আগস্টে পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। সেখানে মৌসুমে ১০ কোটি ইউরো আয় করবেন এই ফরোয়ার্ড আর পিএসজি তাকে বিক্রি করে পিএসজির আয় ১০ কোটি ইউরো। তথ্যটি এএফপিকে জানিয়েছে এই চুক্তিসংশ্লিষ্ট এক সূত্র।

গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন নেইমার। গত ডিসেম্বরে ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার জানান, এ বছর ২০ জুনে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায় খেলতে পারবেন না তিনি। লাসমার তখন জানিয়েছিলেন, মাঠে ফেরার জন্য 'আগস্টে পুরোপুরি ফিট হবেন' নেইমার।

ম্যাচের আগে মেসির সঙ্গে

'পিউর ফুটবল' অনুশীলনে সুয়ারেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ ৬ বছর বার্সেলোনার ড্রেসিং রুম শেয়ার করেছিলেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। এরপর ২০২০ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদে চলে যান উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড সুয়ারেজ। তার এক বছর পর বার্সা ছেড়ে দেন মেসিও। যোগ দেন ফ্রান্সের ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি)। দুই বছর পর ২০২৩ সালে পিএসজি থেকে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ফুটবলার মেসি চলে যান যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে। এর মধ্যে সুয়াজের বদল করেন দুটি ক্লাব। ফলে তিন বছরের বেশি সময় ধরে আর একই ডাগআউটে দেখা যায়নি দুই ল্যাটিন আমেরিকার দুই তারকা ফুটবলারকে।

এবার সাবেক সতীর্থ সুয়ারেজের সঙ্গে মেসির দেখা হলো নিজের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতেই। চলতি বছর মিয়ামির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সুয়ারেজ। সামনের ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে অনুশীলনেও নেমেছেন তারা। আগামী শনিবার সকাল ৭ টায় এল সালভেদরের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইন্টার মিয়ামি।

মেসি ও সুয়ারেজের অনুশীলনের একটি ভিডিও নিজেদের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছে ইন্টার মিয়ামি। সেখানে দেখা দেখা গেছে, মেসির সঙ্গে অনুশীলন করছেন সুয়ারেজ। ক্যাপশনে ইন্টার মিয়ামি লিখেছে, 'একটি নিভের্জাল ফুটবল।'

তবে আগামী ম্যাচে এল সালভেদরের বিপক্ষে মেসি খেলবেন কিনা সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। এছাড়া আগামী ২৩ জানুয়ারি ডালাসের বিপক্ষে ক্লাব ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলতে নামবে ইন্টার মিয়ামি। ইন্টার মিয়ামিতে সুয়ারেজ ছাড়াও এর আগে মেসির সঙ্গে দেখা হয়েছে বার্সেলোনার সাবেক সতীর্থ সার্জিও বাসকুইটস ও জর্দা আলবার। ২০২৩ সালে ইন্টার মিয়াতিতে যোগ দিয়েছিলেন স্প্যানিশ তারকা বাসকুইটস। একই বছর স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবাও বার্সেলোনা ছেড়ে মেসির ক্লাবে যান।

স্বস্তির জয়, শেষ আটে বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অখ্যাত ক্লাব ইউনিয়নিস্তাস দে সালামাঙ্কাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোপা দেল রের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেছে বার্সেলোনা। তবে খুব একটা সহজে বার্সাকে জিততে দেয়নি সালামাঙ্কা। ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথম গোলটি তারাই আগে করে। ৩১তম মিনিটে বার্সার জালের পাশাপাশি বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দেন আলভারো গোমেস। বিরতির ঠিক আগদিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় বার্সা। জোয়াও ফেলিক্সের পাস থেকে দলকে সমতায় ফেরান ফেরান তোরেস।

দ্বিতীয় সারির একাদশ সাজিয়ে প্রথমার্ধে তেমন সফল ছিলেন না জাভি হার্নান্দেস। তাই দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই একাদশে বেশ কয়েকটি বদল আনেন বার্সা কোচ। যার সুফল মেলে ৬৯ মিনিটে। পাবলো কুরেসির পাস থেকে নিচু শটে সফরকারীদের এগিয়ে দেন জুলস কুন্দে। চার মিনিট পর সেই কুন্দের পাস থেকেই দুর্দান্ত এক গোলে ব্যবধান বাড়ান আলেহান্দ্রো বালদে।

রিয়ালকে বিদায় করে

কোয়ার্টারে আতলেতিকো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোপা দেল রে'র লড়াই ছিটকে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ৪-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১২০ মিনিটের বারুদে ঠাঁসা মাদ্রিদ ডার্বিতে শেষ হাসি হাসে তারা।

ঘরের মাঠে আতলেতিকো এগিয়ে যায় ম্যাচের ৩৯ মিনিটে। ধারার বিপরীতে গিয়ে গোলটি করেন স্যামুয়েল লিনো। কিন্তু লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লুকা মদ্রিচের ফ্রি কিক ঠেকাতে গিয়ে উল্টো আত্মঘাতী গোল করে বসেন আতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান অবলাক। বিরতির পর আলভারো মোরাতার গোলে আবারও এগিয়ে যায় আতলেতিকো। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় রিয়াল। ৮২ মিনিটে সফলতার মুখ দেখে তারা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের চুলচেরা পাসে বল পেয়ে তা হোসেলুর উদ্দেশ্যে ক্রস করেন জুড বেলিংহ্যাম। মাপা হেডে দলকে সমতায় ফেরাতে কোনো ভুল করেননি হোসেলু। যার ফলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তবে সেই সময় রিয়াল যেন বড্ড অচেনা।

ম্যাচের শততম মিনিটে অসাধারণ একক প্রচেষ্টার গোলে আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন আন্তোয়ান গ্রিজমান। বাঁ প্রান্ত দিয়ে অনেকটা পথ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার দারুণ শটে রিয়াল গোলরক্ষক লুনিনকে পরাস্ত করেন তিনি। আর ১১৯ মিনিটে মেমফিস ডিপাইয়ের পাস থেকে রিয়ালের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকেন রদ্রিগো রিকেলমে।

বিপিএল খেলার অনুমতি

পেলেন বাবর-রিজওয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট (বিপিএল) খেলার অনুমতি পেলেন পাকিস্তানের ব্যাটার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। আসর শুরুর মাত্র একদিন আগে তাদের বিপিএল খেলার অনুমতি দিলো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এবারের আসরে রংপুর রাইডার্সে বাবর আজম ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সে খেলবেন রিজওয়ান। আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হবে বিপিএলের অষ্টম সংস্করণ।

বেশ কিছুদিন ধরেই বিদেশি ফ্র্যাঞ্চইজি ক্রিকেট খেলার অনুমতি দেওয়া- না দেওয়া নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে (পিসিবি) উত্তেজনা চলছিল। অবশেষে আজ চার ক্রিকেটারকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রদান করেছে পিসিবি।

বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে পিসিবির ছাড়পত্র পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি ও ওয়াসিম জুনিয়র। এই চার ক্রিকেটারের মধ্যে তিনজন খেলবেন বিপিএলে। বাবর-রিজওয়ান ছাড়া এবারের বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে খেলবেন পাক পেসার ওয়াসিম জুনিয়র। অপরদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের ক্লাব ডেজার্ট ভাইপার্সের হয়ে খেলবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিবিড় পর্যবেক্ষণের কারণে ফাখর জামান ও আজম খানের এনওসি ছাড়পত্র পেতে দেরি হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তারাও ছাড়পত্র পাবেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন:

কষ্টার্জিত জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে দর্শকদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেন অ্যালেক্সি পপেরিন। তাতে যেন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন এই অস্ট্রেলিয়ান। নোভাক জোকোভিচের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেট জিতে অবিশ্বাস্য কিছুর ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সোয়া এক ঘণ্টার তৃতীয় সেটেও লড়াই হলো হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পেরে উঠলেন না পপেরিন। কঠিন লড়াইয়ে জিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা জোকোভিচ। মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় ১৭ জানুয়ারি ৩ ঘণ্টা ১১ মিনিটের লড়াইয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ জেতেন ৬-৩, ৪-৬, ৭-৬ (৭-৪), ৬-৩ গেমে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এই নিয়ে টানা ৩০ ম্যাচ জিতলেন এখানে রেকর্ড ১০ বারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ। তবে এ দিন যে চেনা ছন্দের কাছাকাছিও ছিলেন না, ম্যাচ শেষে তা স্বীকার করে নিলেন পুরুষ এককে রেকর্ড ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামে জয়ী সার্বিয়ান তারকা।

তিনি জানান, আমি মনে করি না আমার সেরাটা খেলতে পেরেছি। আমি বিশেষ কিছু করিনি, দেড় সেটে সেই (পপেরিন) ভালো খেলেছে। টাই-ব্রেকের পর মোমেন্টাম বদলে যায়। ট্যাকটিক্যালি সঠিক ম্যাচ পরিকল্পনা নিয়ে আসার এবং দারুণ সব সার্ভের জন্য তাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। তার বাহবা প্রাপ্য।

প্রথম রাউন্ডেও কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল জোকোভিচকে। গ্র্যান্ড স্ল্যামে অভিষিক্ত দিনো প্রিজমিচের বিপক্ষেও সেদিন দ্বিতীয় সেটে হেরেছিলেন তিনি। ম্যাচের স্থায়িত্ব ছিল ৪ ঘন্টা ১ মিনিট, যা কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে জোকোভিচের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে দীর্ঘতম ম্যাচ। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে তৃতীয় রাউন্ডে আর্জেন্টিনার ৩০তম বাছাই তমাস মার্তিন এচেভেরির মুখোমুখি হবেন ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR